নামাজ

এর গুরুত্ব

লেখক

আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী

আরবী প্রভাষক :

কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

খতীব : খাজা কালু শাহ (রহঃ) জামে মসজিদ,
সলিমপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৮১৫-৯১৮৮৮২

A.H

নামাজ এর গুরুত্ব

সম্পাদনায়

পীরে ত্বরীকত সুলতানুল ওয়ায়েজীন

হযরতুলহাজ্ব মৌলানা আবুল কাশেম নুরী (মঃ জিঃ আঃ)

লেখক

আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী

আরবী প্রভাষক :

কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা,

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

খতীব : হযরত খাজা কালু শাহ (রহঃ) জামে মসজিদ,

সলিমপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৮১৫-৯১৮৮৮২

সার্বিক সহযোগিতায় :

হযরতুলহাজ্ব মৌলানা
আবুল আছাদ মুহাম্মদ জোবাইর রজভী
শিক্ষক (ফরায়েজ বিভাগ)
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া।

তত্বাবধানে :

ক্যাপ্টেন আলহাজ্ব আবু জাফর মোহাম্মদ আনাম চৌধুরী

সহযোগিতায় :

মওঃ খোরশেদুল আলম, আবুল ফারাহ মোহাম্মদ জুনাইদ,
মোঃ রুকুন উদ্দীন (ইরফান) ও হাফেজ আবু হানিফা

প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ:
১লা ডিসেম্বর ২০০৭ ইংরেজী

কম্পিউটার কম্পোজ :
কে,এম,জুনাইদ, ০১৮১৯-৩৬২৫৯৪

মুদ্রণ ও সামগ্রিক তত্বাবধানে: এম, বেলাল হুসাইন সিরাজী

ডিজাইন ও প্রসেস : এ্যাড.এম.কে.
৭. জি,এ, ভবন.আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১৯-৬১৬০১৫

প্রকাশনায় : হযরত খাজা কালু শাহ (রহঃ) প্রকাশনা সংস্থা।

প্রাপ্তিস্থান : মুহাম্মদী কুতুবখানা
৪২নং শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
০৩১-৬১৮৮৭৪,০১৮১৯-৬২১৫১৪
রেজভী কুতুবখানা
আজিজিয়া কুতুবখানা
১৯ শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স (২য় তলা) আন্দরকিল্লা.০১৮১৯-৭৫১৪৮৭

শুভেচ্ছা মূল্য : ২০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

বড় আব্বা পীরে কামেল আলহাজ্ব সৈয়দ আব্দুল হাদী আল্ কাদেরী শীতলপুরী (রহঃ),
নানা জান পীরে কামেল আলহাজ্ব নুরুল হক আলকাদেরী শীতলপুরী (রহঃ),
আব্বা জান হযরতুলহাজ্ব মৌলানা মাহবুবুল আলম রজভী (রহঃ)
মেজু নানা আলহাজ্ব মরহুম নাদেরুজ্জামান চৌধুরী ও
শ্বশুড় আব্বা আলহাজ্ব মাষ্টার নুর আহমদ

কৃতজ্ঞতায়

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার সকল শিক্ষক মন্ডলী
খাজা কালু শাহ (রহঃ) কমপ্লেক্স এর সকল সদস্য বৃন্দ
মামাজান আলহাজ্ব বজলুল কাদের আল্ কাদেরী (বুলবুল)
অধ্যক্ষ মাওলানা খোরশেদুল আলম
উপাধ্যক্ষ মাওলানা ইছমাইল নোমানী
কাটির হাট এম,আই ফাজিল মাদ্‌রাসার সকল শিক্ষক মন্ডলী
ও
মুহাম্মদ জানে আলম

নামাজের ফজিলত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে নামাজের মত একটি বড় নিয়ামত দান করেছেন এবং ফরজ করেছেন। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের প্রিয়নবী (দ:) এর উপর যার মাধ্যমে আমরা নামাজ পেয়েছি এবং তার সাহাবীদের ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর যারা নামাজের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

অতীতের ইসলামী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মুসলমানরা তাদের অধ্যাত্বিকতার মাধ্যমে ইহুদী খ্রিষ্টানদের উপর রাজস্ব করেছিলেন। ইহুদী খ্রিষ্টানরা মুসলামনদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু বর্তমানে মুসলামনরা তাদের আধ্যাত্বিকতা তথা রুহানী শক্তি হারিয়ে ফেলার কারনে, তাদের অন্তরকে শয়তানের সিংহাসন বানিয়ে ফেলেছে। এখন শয়তান তাদেরকে যেদিকে নিদের্শনা দিচ্ছে, মুসলমানরা সেদিকে নির্দেশিত হচ্ছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, সে চায় কিভাবে মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করা যায়, কিভাবে ঈমান দুর্বল করে মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ট খোদা প্রদত্ত নিয়ামত নামাজ থেকে কিভাবে দুরে রাখা যায়, সে তার অভিযানে কামিয়াব হয়ে গেছে।

বর্তমানে গোটা বিশ্বব্যাপি অধিকাংশ মুসলমান নামাজের ব্যাপারে উদাসিন। অথচ কুরআনে পাকে রাব্বুল আলামীন প্রত্যক্ষভাবে ৮২ বার ও পরোক্ষভাবে ৩০০ বারেরও বেশি নামাজের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। সাথে সাথে রাসুলে করিম (দ:) ও হাদীস শরীফে ব্যাপকভাবে তাগিদ দিয়েছেন। নিম্মে নামাজ পড়ার ফজিলত ও তরক করার কুফল সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

কুরআনের বাণী

ان الصلواة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا

অর্থাৎ নামাজ মুমিনের উপর ওয়াক্ত মুতাবিক ফরজ করা হয়েছে।

ان الصلواة تنهى عن الفحشاء والمنكر

অর্থাৎ নিশ্চয় নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে।

حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى
وقوموا لله قانتين

অর্থাৎ তোমরা নামাজকে হেফাজত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তীর নামাজ তথা আছরের নামাজ এবং আল্লাহর জন্য একনিষ্টতার মাধ্যমে দাঁড়িয়ে যাও।

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا
الا من تاب وامن وعمل صالحًا فاولئك
يدخلون الجنة ولا يظلمون شيا-

অর্থাৎ অতঃপর তাদের পরে এমন কতগুলো বান্দা হবে যারা নামাজকে বরবাদ করবে এবং কুপ্রবিত্তির তথা মনগড়া চলবে। অতিশীঘ্রই তাদেরকে 'গাই' নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (গাই এমন এক জাহান্নাম যার আজাব থেকে অন্য জাহান্নামীরা রেহাই চাইবে।) হ্যাঁ যারা তওবা করে ঈমান আনবে এবং পূণ্যের কাজ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে সামান্যতম ও জুলুম করা হবে না।

يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا
يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوا
يدعون الى السجود وهم سالمون- (سورة القلم)

যে দিন এক 'সাক্ব' উন্মুক্ত করা হবে অর্থাৎ এমনই কঠোরতা হবে, ভয়ে মানুষের পায়ের গোছাগুলো খুলে যাবে এবং সিজদার প্রতি আহবান করা হবে। অতঃপর তা করতে পারবে না, নজর নিচু করে থাকবে, তাদের উপর লাঞ্ছনা আরোহন করে থাকবে এবং নিশ্চয় তাদেরকে দুনিয়ায় সিজদার প্রতি আহবান করা হতো, যখন তারা সুস্থ ছিলো। অর্থাৎ দুনিয়াতে সুস্থ থাকা সত্বেও যারা নামাজ আদায় করে নায় তাদেরকে কেয়ামতের দিন সিজদা দেওয়ার জন্য ডাকলে সিজদা দিতে পারবে না।

হাদীসের বাণী

রাসুলে পাক (দ:) ইরশাদ করেছেন

عن ابى ہريرة قال قال رسول اللّٰه ﷺ الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفّرات لما بيہن اذا اجتنبت الكبائر ۔

(مسلم)

অর্থাৎ আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসুলে পাক (দ:) ইরাশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং এক 'জুমা থেকে অপর জুমা, এক রমজান শরীফ থেকে অপর রমজানের মধ্যখানে যত ছোট গুনাহ হবে সব কাফফারা তথা মুছন হয়ে যাবে, যদি বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে (মুসলিম শরীফ)

(খ) عن ابى ہريرة قال قال رسول اللّٰه ﷺ ارايتم لو انّ نہرًا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ہل يبقى من درنه شى قالوا لا يبقى من درنه شى قال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحوا للّٰه بہنّ الخطايا ۔ (بخارى مسلم)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলে করিম (দ:) এরশাদ করেছেন, তোমাদের কি ধারনা? একজন মানুষের ঘরের পাশে একটা নদী আছে, ঐ ব্যক্তি প্রত্যেহ ঐ নদীতে পাঁচবার গোসল করে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে ? সাহাবারা উত্তর দেয় তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। রাসুল (দ:) বলেন, তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারীর গুনাহ ও মুছে দেয়।

(বুখারী ও মুসলিম)

عن عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص عن النبى ﷺ ان ذكر الصلواة يومًا فقال من حافظ عليہا كانت له نورا وبرہانا ونجاة يوم القيامة ولم يحافظ عليہا لم تكن له نورا ولا برہانا ولانجاة وكان يوم القيامة مع قارون و فرعون وہامان وابىّ بن خلف ۔ (احمد۔ دارمى۔ طبرانى)

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আমর ইনবুল আস থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল (দ:) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলপাক (দ:) একদিন নামাজের আলোচনা করছিলেন এবং বলেন, যে নামাজকে হেফাজত করবে কেয়ামতের ময়দানে তার জন্য ঐ নামাজ নুর, দলিল এবং নাজাত হবে। অপর দিকে যে নামাজকে হেফাজত করবে না তথা নামাজ ছেড়ে দিবে কেয়ামতের ময়দানে তার জন্য নুর দলিল এবং নাজাত হবে না। বরং কুখ্যাত কাফের কারুণ, ফেরউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সাথে তাদের হাশর হবে।

(আহমদ, দারেমী, তবরানী)

الصلوٰة عماد الدين من اقامها فقدم
اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدّين
- (مشكوٰة)

রাসুল (দ:) বলেন নামাজ দ্বীনের খুটি যে নামাজ কায়েম করেছে সে দ্বীন কায়েম করেছে, যে নামাজ তরক করেছে সে দ্বীনকে বরবাদ করেছে। (মেশকাত)

روى ابن حبّان فى صحيحه من حديث
عبدالله بن عمر مرفوعًا ان العبد اذا قام
يصلى اتى بذنوبه فوضعت على رأسه او
على عا تقه فكلّما ركع اوسجدتسا قت حتى
لايبقى منها شئى- (كشف الغمه ج اصـ ٦٩)

হযরত ইবনে হাববান তার ছহীহ কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (র:) থেকে মরকুয়ান তথা রাসুলে খোদা (দ:) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় কোন বান্দা যখন নামাজের জন্য তার গুনা সমূহ নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তার গুনাগুলো তার মাথায় অথবা কাঁদে রাখা হয়। আর যখন রুকো বা সিজদা করে, তার সমস্ত গুনাহ তার থেকে ঝড়ে যায়। আর সামান্যতম ও বাকী থাকে না।

(কশফুল গুম্মা ১ম খন্ড পৃষ্ট ৬৯)

قال رسول الله ﷺ اذا كبّرالعبد للصلوٰة يقول
الله تعالّى للملائكة ارفعوا ذنوب عبدى عن رقبة
حتى يعبد نى طاهرًا فتاخذ الملائكة الذنوب كلها
فاذا فرغ العبد من الصلوٰة تقول الملائكة ياربنا
أنعيدها عليه فيقول الله تعالى ياملائكتى لايليق
بكرمى الا العفو وقد غفرتُ خطاياه-

عن ابى ذرّ ان النبى ﷺ خرج زمن الشتاء والورق
يتهافت فاخذ بغصنهنّ من شجرة قال فجعل ذالك
الورق يتهافت قال فقال ياابا ذر قلت لبيك يارسول
الله قال ان العبد المسم ليصلى الصلوٰة يريد بها وجه
الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه
الشجرة- (احمد- مشكوٰة)

হযরত আবু যর গিফারী (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন রাসুলে করিম (দ:) শীতকালে বের হলেন এবং গাছের পাতা ঝড়ছিল, রাসুল (দ:) একটি ডাল ধরলেন এবং নাড়া দিতেই গাছের পাতা ঝড়তে লাগল। অতঃপর বললেন হে আবু যর, আমি লাব্বায়েক ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে সাড়া দিলাম, রাসুল (দ:) বললেন, যে মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনার্থে নামাজ পড়ে এভাবে তার গুনাহ ঝড়তে থাকে। যেমনিভাবে এ গাছের পাতা ঝড়ছে।

(আহমদ, মিশকাত)

عن ابى الدر داء قال اوصانى خليلى ان لا تشرك بالله
شيأ وان قطعت وخرقت ولا تترك صلوٰة مكتوبة متعمدا
فمن تركها متعمدًا فقد بريت منه الذمة ولاتشرب الخمر
فانها مفتاح كل شرّ- (ابن ماجه)

অর্থাৎ হযরত আবিদরদা (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খলিল তথা রাসুলে করিম (দ:) আমাকে অছিয়ত করেন, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করিও না। যদিও বা তোমাকে কেটে ফেলা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এবং তুমি ইচ্ছা করে ফরজ নামাজ ছেড়ে দিও না। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয়, তার থেকে আল্লাহর হেফাজতের যিম্মা উঠে যায় এবং তুমি মদ পান করিও না কারণ মদ পান করা প্রত্যেকটা খারাপ কাজের চাবিকাটি।

(ইবনু মাজা, মিশকাত)

রাসুলে করিম (দঃ) এরশাদ করেন, নামাজ শয়তানের চেহারা কালো করে দেয়, ছদকা- খাইরাত তার পিষ্ট ভেঙে দেয়, একে অপরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভাল বাসা, ভাল কাজে লিপ্ত থাকা তার (শয়তানের) কোমর কেটে দেয়। তোমরা যখন এই কাজ গুলো করবে শয়তান তোমাদের থেকে এতদূর চলে যায় যেমন সূর্য্য উদয় ও ডুবার দুরত্ব।

(কনজুল উম্মাল পৃষ্টা ৬৩)

قال ﷺ لكل شئى علم وعلم و الا يمان الصلوٰة-
(منة المصلى)

রাসুল (দঃ) বলেন, প্রত্যেকটা জিনিসের এক একটা চিহ্ন আছে, ঈমাদের চিহ্ন হল নামাজ।

(মুনিয়াতুল মুসাল্লি)

قال رسول الله ﷺ جعلت قرة عينى فى الصلوٰة-

রাসুল (দঃ) বলেন, নামাজ হল আমার চক্ষু ঠান্ডা করার মাধ্যম।

قال رسول الله ﷺ واعلموا ان خير اعمالكم الصلوٰة-
(ابن ماجه)

রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন, জেনে রাখ তোমাদের জন্য সর্বউত্তম কাজ হল নামাজ। (ইবনু মাজা)

تستغفر الملائكة مادام المصلّى يجلس فى مصلاّة
اللهم اغفرله اللهم ارحمه اللهم تب عليه- (ابوداؤد)

রাসুলে করিম (দঃ) এরশাদ করেন, যখন বান্দা নামাজের জন্য তাকবিরে তাহরিমা বাঁধে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাদেরকে বলে আমার এই বান্দার সবগুনাহ উঠাইয়া নাও যাতে সে আমার ইবাদত পবিত্র শরীর নিয়ে করতে পারে। অতঃপর ফেরেস্তারা তার সকল গুনাহ উঠাইয়া নেয়। আর যখন নামাজ থেকে বের হয়, ফেরেস্তারা বলে হে প্রভু আমরা তার গুনাহ তার শরীরে আবার ফিরাইয়া দিব? তখন আল্লাহ বলেন এটা আমার দয়ার প্রযোজ্য নয় বরং আমার শান হল ক্ষমা করে দেওয়া আমি তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম।

قال ﷺ قال تعالى ثلاث من حافظ عليهن
فهو ولىّ لى حقا ومن ضيعهن فهو عدوّ لى
حقا- الصوم- الصلوٰة- غسل الجنابة
- (زهرة الرياض)

রাসুলে করিম (দঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, তিনটা এমন বিষয় আছে যে এগুলোকে হিফাযত করবে, সে আমার প্রকৃত বন্ধু, আর যে এগুলোকে ধ্বংস করবে সে আমার প্রকৃত শত্রু (১) রোজা (২) নামাজ (৩) ফরজ গোসল।

(জহরাতুর রিয়াদ)

قال رسول الله ﷺ الصلوٰة تسوّد وجه الشيطان
والصدقة تكسر ظهره والتحابب فى الله
والتورد فى العمل يقطع دابره فاذا فعلتم
ذلك تباعد منكم مطلع الشمس من مغربها
- (كنزالعمال صـ ٢٣)

রাসুল (দঃ) বলেন, ফেরেস্তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, যতক্ষন মুসল্লি তার মসল্লায় বসে থাকে, এভাবে 'হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ তাকে রহম কর, হে আল্লাহ তার তওবা কবুল কর'।

قال رسول اللّٰہ ﷺ لابی ہریرة یااباہریرة مر اہلک بالصلوٰة فان اللہ تعالی یاتیک بالرزق من حیث لاتحتسب۔ (ابن المبارك)

রাসুলে খোদা (দঃ) আবু হুরাইরাকে বলেন, হে আবু হুরাইরা তুমি তোমার পরিবারকে নামাজের আদেশ দাও, কেননা নামাজ আদায় করলে আল্লাহ তায়ালা এমন রিজিক দান করবেন, তুমি গণণা করে শেষ করতে পারবে না।

(আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক)

قال الفارق الاعظم ان اہم امورکم عندی الصلوٰة فمن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع ۔(مشکوة)

ফারুকে আজম (রাঃ) তাঁর প্রজাদের বলেন, নিশ্চই আমার কাছে তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামাজ, যে ব্যক্তি নামাজকে বরবাদ করবে, সে নামাজ ছাড়া অন্যগুলো অধিক বরবাদ করবে।

(মেশকাত)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফযিলত :

نقل الامام الفقیه ابوا للیث السمر قندی فی تنبیه الغا فلین ۔عن کعب الاحبار قال قرأت فی بعض ما انزل اللّٰه تعالی علی موسیٰ علیه السلام یاموسیٰ رکعتان یصلّیہما احمد وامته وہی صلوٰة الغداة من یصلّیہا غفرت له ما اصاب من الذنوب من لیلة ویومه ذلک ویکون فی ذمتی

یاموسیٰ اربع رکعات یصلّیہا احمدو امته وہی صلوٰة الظہر اعطیہم باوّل رکعة منہا المغفرة وبالثانیة اثقل میزا نہم وبالثالثة اوکل علیہم الملائکةویسبحون و یستغفرون لہم بللرا بعة افتح لہم ابواب السماء یشرفن علیہم الحور العین۔

یاموسیٰ اربع رکعات یصلّیہا احمدو امته وہی صلوٰة العصر فلا یبقی ملک فی السموٰات والارض الا استغفر لہم من استغفر له الملائکة لم اعذبه۔

یاموسیٰ ثلاث رکعات یصلّہا احمدو امته حین تغرب الشمس افتح لہم ابواب السماء لا یسألون من حاجة الا قضتہا لہم۔

یاموسیٰ اربع رکعات یصلّیہا احمد وامته حین یغبب الشفق ہی خیر لہم من الدنیا ومافیہا یخرجون من ذنوبہم کیوم ولدتہم امہم ۔ فتاوی رضوبة۔

হযরত ইমাম ফকীহ আবুল লাইস সমর কন্দি (র:) তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'তনবিহুল গাফিলিনে' হযরত কা'বুল আহবার (র:) থেকে নকল করেন, তিনি বলেন আল্লাহ তায়ালা হযরত মুছা (আ:) এর কাছে যা নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে যা আমি পড়েছি (নামাজের ফযিলত সম্পর্কে) তা হল, আল্লাহ তায়ালা মুছা (আ:) কে বলেন, হে মুছা (আ:) দুই রাকায়াত নামাজ যা ছুবহে ছাদিক হওয়ার পর আহমদ (দ:) ও তার উম্মতরা পড়বে, তাহা হল ফজরের নামাজ। যারা এই দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করবে আমি তার রাত্রে ও দিনে যা গুনাহ হয়েছে ক্ষমা করে দেব, এবং সে আমার হেফাজতের জিম্মায় থাকবে।

হে মুছা (আ:) চার রাকায়াত নামাজ আহমদ (দ:) ও তার উম্মতরা পড়বে তা হল জুহুর নামাজ, যারা এই চার রাকায়ত নামাজ আদায় করবে, তাদেরকে চারটি নেয়ামত দান করব (১) প্রথম রাকায়াতে মাগফিরাত তথা ক্ষমা করে দেব (২) দ্বিতীয় রাকায়াতে মিজান তথা হাশরের ময়দানে পুণ্য ও পাপ মাপার মাপকাটি ভারি করে দেব। (৩) তৃতীয় রাকায়াতে তাদের জন্য ফেরেস্তাকে ওয়াকিল বানিয়ে দেব। ফেরেস্তারা তাদের জন্য ক্ষমা চাইবে আমার তসবিহ্ পাঠ করবে (৪) চর্তুথ রাকায়াতে তাদের জন্য আসমানের দরাজা খোলেদেব তাদের নিয়ে হুরুল ইন তথা জন্নাতের হুররা অহংকার করবে।

হে মুছা (আ:) চার রাকায়াত নামাজ আহমদ (দ:) ও তার উম্মতরা আদায় করবে, তা হল আছরের নামাজ। যারা আছরের নামজ আদায় করবে আসমান জমিনের কোন ফেরেস্তা বাকি থাকবে না, সবাই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি তাকে আজাব দেব না। যার জন্য ফেরেস্তারা ক্ষমা চায়।

হে মুছা (আ:) তিন রাকায়াত নামাজ যা আহমদ (দ:) ও তার উম্মতরা আদায় করবে সূর্য্য ডুবে যাওয়ার পরে। তা হল মাগরীবের নামাজ। যারা মাগরীবের নামাজ আদায় করবে, আমি তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলে দেব। তারা সমস্যর সমাধান চাইলে আমি সমধান করে দেব।

হে মুছা (আ:) চার রাকায়াত নামাজ যা আহমদ (দ:) তার উম্মতরা আদায় করবে শফক তথা লালিমা চলে যাওয়ার পর। তা হল ইশার নামাজ। ঐ নামাজ তাদের জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা আছে তা হতে উত্তম। তারা গুনাহ থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন নবজাত শিশু, যার মা তাকে এই মাত্র জনম দিয়েছে।

[ফতোয়ায়ে রেজভীয়া]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কে' কখুন সর্ব প্রথম পড়েছেন

رأيت فى النزهة للنيسا بورى رحمه الله ان ادم عليه السلام هبط ليلا فلما طلع الفجر ركع ركعتين شكر الله تعالى على خروجه من الظلمة الى النور۔

وابراهيم عليه السلام اجتمع عليه اربع هموم هم الذبح وهم الفداء واداء الامروا لغربة فلما ايقذه الله من ذلک ركع اربع ركعات بعد الزوال شكرا لله۔

ويونس عليه السلام اجتمع عليه اربع ظلمات ظلمة الغضب منه على قومه وظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت كان فى بطن حوت اخر فلما اخرجه الله من ذلک وقت العصر ركع اربع ركعات۔

وعسى عليه السلام ركع ركعتين شكر الله تعالى على نفي الالهية عنه وامه ولعت ركعت شكرا لله على اثباتها لله تعالى۔

وموسى عليه السلام صلى اربع ركعات شكرا لله تعالى على خروجه من اربعة هموم هم الضلاله عن الطريق وهم غنمه لما هربت وهم السفر وهم زوجته لما اخذها الطلق۔

হযরত ইমাম যনদস্তী (র:) তার প্রসিদ্ধ কিতাব (রাওজার)তে ও হযরতে ছমরকন্দি (রহঃ) নকল করেন, আমি আবুল ফজল থেকে জিজ্ঞাসা করেছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে কে কখন সর্বপ্রথম আদায় করেছেন ? উনি উত্তর দিলেন,

ফজরের নামাজ : ফজরের নামাজ সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ:) আদায় করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত থেকে এই দুনিয়ায় রাতের অন্ধকারে অবতরণ করান। জান্নাত নুরের তৈরি সেখানে নূর আর নূর অন্ধকার বলতে কিছু নেয়। দুনিয়ার অন্ধকার দেখে উনি ভয় পেয়ে গেলেন। আর যখন সকাল হল চতুর দিকে আলো ছড়িয়ে যায়, উনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। দুই অন্ধকার (একটা দুনিয়ার আর একটা রাত্রের) চলে যাওয়ার কারনে দু'রাকায়াত নামাজ পড়লেন। উম্মতে মুহাম্মদি (দঃ) যারা দু'রাকায়াত ফজরের নামাজ পড়বে তাদের গুনাহের অন্ধকার দূরভিত করে আনুগত্যের নুর দান করবে।

জহুরের নামাজ : জহুরের নামাজ সর্বপ্রথম আদায় করেন আল্লাহ তায়ালার খলিল হযরত ইব্রাহীম (আ:) যখন আল্লাহ তায়ালা তাকে চারটি নেয়ামত দান করলেন তাহল যথাক্রমে ১) নিজ সন্তানের কুরবানী থেকে মুক্তি ২) জান্নাত থেকে ফিদিয়া বা দুম্বা নাজিল করা ৩) আল্লাহ তায়ালা তার উপর সন্তুষ্টি হয়ে যাওয়া ৪) তার ছেলে তলওয়ারের নিচে মাথাকে সুপর্দ করার মাধ্যমে তার আনুগত্য স্বীকার করা।

উম্মতে মুহাম্মদী যারা এই চার রাকায়াত নামাজ আদায় করবে তাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা চারটি নেয়ামত দান করবেন।
তা হল যথাক্রমে
১) নফস শয়তানকে হত্যা করার তৌফিক দান করবেন। ২) ফেরেশানী থেকে রেহাই দান করবেন। ৩) ইহুদী ও নসরাদেরকে জাহান্নামে দিয়ে তাদেরকে মুক্তি দান করবেন। ৪) তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালক রাজি হয়ে যাবে।

আছরের নামাজ : সর্বপ্রথম আছরের নামাজ আদায় করেন হযরত ইউনুচ (আ:) যখন আল্লাহ তায়ালা চারটি অন্ধকার থেকে মুক্তি দান করেন। ১) তার পক্ষ থেকে রাগান্বিত হওয়া জাতির অন্ধকার ২) রাতের অন্ধকার ৩) সমুদ্রের অন্ধকার ৪) মাছের পেটের অন্ধকার।

উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) যারা এই চার রাকায়াত নামাজ আদায় করবে তাদেরকে রাব্বুল আলামীন চারটি অন্ধকার থেকে মুক্তি দেবেন ১) কবরের অন্ধকার ২) গুনাহের অন্ধকার ৩) কিয়ামতের অন্ধকার ৪) জাহান্নামের অন্ধকার।

মাগরীবের নামাজ : মাগরীবের নামাজ সর্বপ্রথম আদায় করেন হযরত ঈসা (আ:) যখন তাঁকে ও তার আম্মাকে খোদা বলা থেকে মানুষ বিরত থাকে এবং এক আল্লাহ একত্ববাদকে স্বীকার করে।

উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) যারা এই তিন রাকায়াত নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তিনটি নেয়ামত দান করবেন।
১) কিয়ামতের ময়দানে হিসাব সহজ হয়ে যাবে, যে দিন দুনিয়ার দিনে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে ২) জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবে ৩) কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে।

ইশার নামাজ : ইশার নামাজ সর্বপ্রথম আদায় করেন আল্লাহ তায়ালার কলিম হযরত মুছা (আ:)। যখন আল্লাহ তাকে চারটি পেরেশানী থেকে মুক্তি দেন ১) মাদায়ন শহর থেকে আসার পথে রাস্তা হারিয়ে ফেলার পেরেশানী ২) তাঁর ছাগল হারিয়ে যাওয়ার পেরেশানী। ৩) ভ্রমণের পেরেশানী ৪) তাঁর স্ত্রী হারিয়ে যাওয়ার পেরেশানী।
রাতের অন্ধকারে যখন পাহাড়ে গেলেন উপরোক্ত পেরেশানী দুর হয়ে যায় এবং আল্লাহর দিদার পান।

উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) যারা এই চার রাকায়াত নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে চারটি নেয়ামত দান করবেন ১) সিরাতে মুস্তাকিমে অঠল রাখবেন ২) যে কোন সমস্যার সমাধান করে দেবেন ৩) মাহবুবে হাকীকী তথা বাস্তব বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ দেবেন ৪) শত্রু থেকে মুক্তি দান করবেন।

(ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ২য় খন্ড ১৬৬ পৃষ্টা)

عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن على بن ابى طالب ﷺ الصلوة مرضات للرب وحب اللملايكة وسنة الانبياء ونور المعرفة واصل الايمان واجابة الدعاء وقبول الاعمال وبركة فى الرزق وسلاح على الاعداء وكراهية للشيطان وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت ونور فى قلبه وفراش تحت جنبه وجواب منكر ونكير ومؤنس وزاير معه فى قبره الى يوم القيامة فاذا كانت القيامة كانت الصلوة ضلا فوقه وتاجا على راسه ولباسا على بدنه ونورا يسعى بين يديه وسترا بينه وبين النار وحجة للمؤمنين بين يدى رب العالمين وثقلا فى الميزان وجوازا على الصراط ومفتاحا للجنة لان الصلوة تحميد وتسبيح وتقديس وتعظيم وقرائة ودعاء وتمجيد ولان افضل الاعمال كلها الصلوات لوقتها

(نزہۃ المجالس ج١ صف ١٠٢)

হযরত জাফর বিন মোহাম্মদ (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি হযরত আলী বিন আবু তালেব (রঃ) থেকে, তিনি রাসুল (দঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নামাজ আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির মাধ্যম, ফেরেস্তাদের প্রিয়, নবীদের সুন্নত, ম'রফতের নুর, ঈমানের মূল, দোয়া কবুলের মাধ্যম, আমল কবুল হওয়ার মাধ্যম, রিযিকের মধ্যে বরকত হওয়ার মাধ্যম, শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র স্বরূপ, শয়তানের অপছন্দনীয় কাজ, মলকুল মাওতের কাছে সুপারিশ কারী, ক্বলবের আলো, আদায়কারীর কবরে বিছানা স্বরূপ, মুনকির নকিরের উত্তরের মাধ্যম, কিয়ামত পর্যন্ত প্রিয় বন্দু স্বরূপ থাকবে।

আর যখন কিয়ামত কায়েম হবে তার মাথার উপর ছায়া ও তাজ হবে, শরীরের পোষাক স্বরূপ হবে, সামনে নুর হয়ে থাকবে, আদায়কারী ও জাহান্নামের মধ্যখানে পর্দা স্বরূপ দাড়াবে, আল্লাহতায়ালার কাছে মু'মিনদের পক্ষে দলিল স্বরূপ হবে, দাড়ি পাল্লায় ভারি হবে, ফুলসিরাত পারাপারের মাধ্যম ও জান্নাতের প্রবেশ করার চাবি হবে। কেননা নামাজ হলো তাহমিদ, তাসবিহ, তাকদিছ, তা'জিম, ক্বেরাত, দোয়া ও তামজিদের সমষ্টি। তাই রাসুল (দঃ) বলেন, সর্বশ্রেষ্ট আমল হলো সময়মত নামাজ আদায় করা। (নুযহাতুল মাজালিস খন্ড ১ম, পৃষ্টা ১০২)

من حافظ منكم على الصلوات الخمس حيث كان واين كان جاز الصراط يوم القيامة كالبرق اللامع فى اول زمرة السابقين وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر وكان له كل يوم وليلة حافظ عليهن اجر شهيد

(روح البيان ج٦ صف ٣٨٠)

রাসুল করিম (দঃ) এরশাদ করেন, আমাদের মধ্যে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেখানে সুযোগ হয় আদায় করেনেয় এই নামাজ কেয়ামতের ময়দানের ফুলসিরাত পাওয়ার হওয়ার মাধ্যম এবং প্রথম সারীর বান্দাদের সঙ্গে বিজলীর মত দ্রুত পার হয়ে যাবে।

কেয়ামতের ময়দানে যখন উঠবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় তার চেহারাটা উজ্জল থাকবে। এবং যে ব্যক্তি প্রত্যেহ নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদের ছাওয়াব দান করবেন।

(রুহুল বয়ান ৬ষ্ট খন্ড ৩৮ পৃষ্টা)

আরেক দল কে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের চেহেরা হবে নক্ষত্রের মত উজ্জল, ফেরেস্তারা বলবে তোমারা কারা ? তারা বলবে আমরা নামাজ কে হেফাজত করতাম, ফেরেস্তারা বলবে কি ভাবে ? তারা বলবে আমরা উযু করতাম নামাজের জন্য আজান শুনার পরে।

[নুজহাতুল মাজালিস]

ذكر السمر قندى ان ابليس صاح عند نزول الصلوة فاجتمع اليه جنوده فاخبرهم بذالک فقالوا ما الحيلة ؟ قال اشغلوهم عن مواقيتها فان الرحمة تنزل اول وقتها قالوا فان لم نستطع قال اذا دخل احدهم فى الصلوة فاليقم حوله اربعة منكم واحد عن يمينه فيقول انظر الى يمينک و واحد عن شماله فيقول انظر الى شما لک واخر فوقه فيقول انظر فوقک واخر تحته فيقول انظر تحتک عجل عجل فان لم يفعل كتبت له بهذه الصلوة اربعماة صلوة (نزهة المجالس)

হযরত আবুল লাইস সমর কান্দি (র:) উল্লেখ করেছেন, নামাজের সময় যখন হয় ইবলিস চিৎকার করে, অতঃপর তার সৈন্যরা একত্রিত হয়ে যায় তাদের কে চিৎকারের কারণ বলে, তখন তারা বলে এখন উপায় কি ? ইবলিস বলে তোরা উম্মতে মুহাম্মাদি (দঃ) কে নামাজ থেকে বিরত রাখ, যাতে তারা সময় মোতাবিক নামাজ পড়তে না পারে। কারণ ওয়াক্ত আসার সাথে সাথে আল্লাহর রহমত ও নাযিল হয়, তার সৈন্যরা বলে আমরা যদি বিরত রাখতে সক্ষম না হয় ? ইবলিস বলে তাঁরা যদি নামাজে প্রবেশ করে তোমরা চার জন চার পাশে দাঁড়াবে একজন ডান পাশে সে বলবে (মুসল্লিকে) ডান দিকে দেখ, আর এক জন বাম দিকে, সে বলবে বাম দিকে দেখ, অন্য জন উপরে, সে বলবে উপরে দেখ, অন্য জন তার নিচে দাড়াঁবে, সে বলবে নিচে দেখ, আর মুসল্লি যদি তোমাদের কথা না শুনে, তার নামাজ একনিষ্ঠতার মাধ্যমে আদায় করে,

اذا كان يوم القيامة امر بطبقات المصلّين الى الجنة فتأتى اوّل زمرة كالشمس فتقول الملائكة من انتم قالوا نحن المحافظون على الصلوٰة قالوا كيف كانت محافظتكم على الصلوٰة ؟ قالوا كنا نسمع الاذان ونحن فى المسجد۔

ثم تأتى زمرة اخرى كالقمر ليلة البدر فتقول الملائكة من انتم قالوا نحن المحافظون على الصلوٰة قالوا كنا نتوضأ قبل الوقت ثم نحضرمع سماع الاذان۔

ثم تأتى زمرة اخرى كالكواكب فتقول الملائكة من انتم قالوا نحن المخافظون على الصلوٰة قالوا كيف كانت محافظتكم على الصلوٰة قالوا كنا نتوضأ بعد الاذان۔ (نز هة المجالس)

রাসুল করিম (দ:) এরশাদ করেছেন, যখন কিয়ামত কায়েম হবে রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আদেশ হবে মুসল্লিদের কে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, তাদের বিভিন্ন মর্যাদা প্রকাশ করে, এক দল দেখা যাবে সূর্য্যের ন্যায় আলোকিত, ফেরেস্তা জিজ্ঞাস করবে তোমরা কারা ? তারা বলবে আমরা নামাজকে হেফাজত করেছিলাম। ফেরেস্তারা বলবে তোমাদের হেফাজতটা কি রকম ছিল ? তারা বলবে আমরা আজান শুনতাম মসজিদে বসে।

আরেক দল কে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের চেহেরা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জল হবে, ফেরেস্তারা বলবে তোমরা কারা ? তারা বলবে আমরা নামাজ কে হেফাজত করতাম, ফেরেস্তারা বলবে কিভাবে? তার াবলবে আমরা উযু করতাম নামাজের সময় আসার আগে আর মসজিদে হাজির হতাম আজান শুনে শুনে।

এ নামাজ চার শত নামাজের সাওয়াব দেওয়া হবে, তোমরা তারাতাড়ি যাও, এভাবে আদেশ করে ইবলিস তার সৈন্যদের কে।

[নুজহাতুল মাজালিস]

দু'রাকায়াত নামাজের প্রতিদানঃ

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল (আঃ) কে খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে ছয়শত পাখা দান করেছেন তার মধ্যে প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য পূর্ব থেকে পশ্চিম যতটুকু । একদিন জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহকে বললেন, হে মাবুদ তুমি কি আমার চেয়ে সুন্দর সৃষ্টি করেছ ? আল্লাহ বলেন না। জিব্রাঈল শুকরিয়া আদায় করার জন্য দাড়ায় গেলেন দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন, প্রত্যেকটা রাকায়াতে বিশ হাজার বছর দাড়ালেন, আল্লাহ তারিফ প্রসংশা আদায় করলেন। নামাজ থেকে ফারিগ হলেন, আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে জিব্রাঈল (আঃ) তুমি আমার এমন ইবাদত করলে যা আমার হক। তুমি শুনে নাও আখেরী জামানায় আমার মাহবুব তশরীফ আনয়ন করবেন, তার উম্মতরা অনেক দূর্বল হবে, গুনাহগার হবে, অল্প সময়ে ভুল মিশ্রিত দু'রাকায়াত নামাজ আদায় করবে, তাদের অন্তরে নামাজ পড়াকালিন সময়ে অনেক কিছু ভালমন্দ সৃষ্ট হবে, তবুও তোমার চল্লিশ হাজার বছর ধরে দু"রাকায়াত নামাজের চেয়ে প্রিয় হবে। কেননা তারা তাদের নামাজ আমার আদেশ পালনার্তে করবে তুমি তোমার ইচ্ছায় পড়েছ।

জিব্রাঈল (আঃ) বলে উঠলেন হে প্রভু তাদের নামাজের প্রতিদান কি হবে? আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাদের জন্য রয়েছে 'জানানতুল মাওয়া' অতঃপর জিব্রাঈল দেখার ইচ্ছা পোষন করলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে অনুমতি দিলেন, জিব্রাঈল তার সকল ডানা খোললেন দু'টা ডানা খোলার সাথে সাথে ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করলেন আবার যখন ডানা গোছালেন

ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করলেন এভাবে তিন শত বছর ধরে অনবরত অতিক্রম করে একটি গাছের ছায়ায় পড়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে সিজদায় পড়ে যায় এবং আরজ করলেন, হে প্রভু আমি কি জান্নাতুল মাওয়ার দু'ভাগের এক অংশ বা তিন ভাগের এক অংশ অতিক্রম করেছি ? আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে জিব্রাইল (আঃ) তুমি তিনশত বছর ধরে তোমার সম্পর্ন শক্তি প্রয়োগ করে এখনো জান্নাতুল মাওয়ার ১০ ভাগের এক ভাগ ও অতিক্রম করতে পারনি।

[মিশকাতুল আনওয়ার]

কিয়ামতের ময়দানে নামাজিদের অবস্থা :

কোরআনে পাকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতে ময়দানের ব্যাপারে উল্লেখ করেন

فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة (سورة ممعارج)

ময়দানে মাহশরের সময় হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের মত। সেদিন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটা বান্দার হিসাব নিবেন, সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে নামাজের ব্যাপারে। অনেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে দিতে পঞ্চাশ হাজার বছর লাগবে, আর যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে, তাদের জন্য ময়দানে মাহশর টা দু'রাকায়াত বা চার রাকায়াত ফরজ নামাজ আদায় করতে যত সময় তত সময় লাগবে যেমন্ন

وقال عليه السلام والذى نفس بيده انه ليخفف على المؤمن حتى يكون اهون عليه من صلوة مكتوبة يصليها فى الد نيا (تفسير ضياء القران)

নামাজ তরক করার শাস্তি

১। শুকুরের চেহারায় পরিণত হয়ে যাবে :

روی ان النبی صلی الله علیه وسلم جلس یوما مع اصحابه وجاء شاب
من العرب الی باب المسجد وهو یبکی فقال ما یبکیک یا شاب؟ فقال
یارسول الله ﷺ ما ت ابی ولم یکن له کفن ولا غاسل فامر النبی ﷺ ابا بکر
وعمر رضی الله عنهما فذهبا الی المیت فراه مثل الخنزیر الاسود فرجعا الی
النبی ﷺ فقال ما رایناه الا مثل الخنزیر الاسود فقام الی الجنازة فدعا فصار
المیت علی صورة الاولی وصلی علیه الصلاوة واردوا الدفن فری کالخنزیر
الاسود فقال یا شاب ای عمل کان یعمل ابوک فی الد نیا؟ فقال کان تارک الصلوة
فقال یااصحابی انظروا حال من ترک الصلوة تبعثه الله یوم القیامة مثل
الخنزیر الاسود   بهجة الانوار .

বর্ণিত আছে একদা রাসুল করিম (দ:) বসেছিলেন তার সাহাবীদের নিয়ে, এমতাবস্থায় আরবের এক যুবক আসল মসজিদের দরজার কাছে এসে ক্রন্দন করছিল, রাসুল (দ:) জিজ্ঞেস করলেন হে যুবক তোমার কি হয়েছে? সে বলল আমার আব্বা মারা গিয়েছে, তার কাফনের কাপড় ও গোসল প্রদানকারী নাই। অতঃপর রাসুল (দ:) আবু বকর ও ওমর (র:)কে আদেশ দিলেন। তারা দু'জন মৃত ব্যক্তির কাছে যখন যায় দেখলেন মানুষটার চেহেরা কাল শুকরের মত হয়ে যায়। তারা সাথে সাথে রাসুলের দরবারে ফিরে আসেন এবং বলেন হুজুর আমরা তাকে (মৃত ব্যক্তি) কাল শুকরের মত দেখতে পেলাম।

রাসুল (দ:) মৃত ব্যক্তির কাছে এসে দোয়া করলেন, সাথে সাথে তার চেহারা পুনরায় আগের মত ফিরে আসে। তার নামাজে জানাজা শেষ করার পর দাফন করার জন্য ইচ্ছা করলেন, সাহাবারা দেখলেন তার চেহারা আবার কাল শুকরের চেহারা হয়ে যায়। রাসুল (দ:) যুবককে বললেন, হে ছেলে তোমার আব্বার আমল কি ছিল ? যুবক উত্তর দেয় উনি নামাজ তরককারী ছিলেন, রাসুল বললেন হে আমার সাহাবারা দেখ যারা নামাজ আদায় করে না কিয়ামতের দিবসে এই রকম কাল শুকরের চেহারায় উঠবে। (নাউযুবিল্লাহ)

(বাহজাতুল আনওয়ার)

২। বিষক্ত সর্পের আক্রমন :

مات فی زمن ابی بکر رضی اللّٰه عنه رجل فقا موا الی
الصلوٰة فاذا الکفن تتحرک فنظروا فوجد واحیة مطوقة
فی عنقه تاکل لحِمه ولمصّ دمه فاردوا قتلها فقالت
الحیة لااله الا الله محمد رسول الله لماتقتلو ننی بلا
دنب ولاخطاء فان الله امرنی ان اعذ به الی یوم القیامة
فقالوا ماخطاءه قالت ثلاث خطایاالاولی - کان اذا سمع
الاذان لایجئی بالجماعة والثانیه لایخرج الزکوٰة من
ماله والثالثة لایسمع قول العلماء وهذا جزائه -
(درة الناصحین صد ۳۵۸)

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা:) এর খেলাফত আমলে একজন মানুষ মারা গেল, সবাই দাঁড়াল তার জানাজার নামাজ আদায়ের জন্য হঠাৎ করে দেখলেন, কাফন নড়াচড়া করতে লাগল, সবাই যখন উনি কি জীবিত না মৃত কাফর খুলে দেখতেই পেলেন একটি সর্প তার গলায় পেঁচানো আছে এবং তার মাংস ও রক্ত চুষে খাওয়ার মত করছে,

অতঃপর সাহাবারা সর্পকে হত্যা করার জন্য যখন ইচ্ছা করলেন, সর্পটির মুখ খোলে যায় এবং কলিমা শরীফ পড়ে বলল, আমাকে আপনারা কেন মারছেন? আমার তো কোন গুনাহ নাই। অথচ আল্লাহ তায়ালা আমাকে আদেশ দিয়েছেন এই মানুষকে আজাব দিতে এখন থেকে কিয়ামত আসা পর্যন্ত। সাহাবারা জিজ্ঞাস করলেন তার কি গুনাহ ? তখন সর্প উত্তর দেয় তার বড় বড় তিনটি গুনাহ আছে ১) যখন আজান শুনত নামাজ পড়ার জন্য জামাতে যেত না ২) তার সম্পদের যাকাত আদায় করত না ৩) আলিম উলামাদের কথা শুনত না, এটাই তার শাস্তি। (দুররাতুন মাসিহিন পৃষ্ঠা ৩০৮)

৩। হারিশের আক্রমন :

হুজুর (দঃ) এরশাদ করেন, যখন কিয়ামত কায়েম হবে জাহান্নাম থেকে একটা বিচ্ছু বের হবে, তার নাম হল হারিশ, লম্বা হবে আসমান থেকে জমিন আর প্রস্থ হবে পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম, সর্বপ্রথম দেখা হবে জিব্রাইল (আঃ) এর সাথে জিব্রাইল বলবেন হে হারিশ তুমি কাকে তালাশ করছ? হারিশ উত্তর দেবে আমি পাঁচ জাতীয় মানুষকে তালাশ করছি আক্রমনের জন্য ১) বেনামাজী ২) যারা সম্পদের জাকাত আদায় করেনি ৩) যারা মা বাবার অবাধ্য ৪) মদ পানকারী ৫) মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তায় যারা লিপ্ত ছিল।

জাহান্নামের সর্প ও বিচ্ছুর ব্যাপারে রাসুল (দঃ) বলেন

لوانّ تنينا منـها نفخ بالارض ما انبتت خضرًا
(دارمی- ترمذی)-

যদি জাহান্নামের সর্প বা বিচ্ছু একটা নিঃশ্বাস ফেলে জমিনে, জমিন তার বিষে সবুজ কিছু জন্মাতে পারবে না।

(তিরমিজি, দারমী)

৪। নামাজ ইচ্ছা করে কাযা কারীর শাস্তি :

রাসুলে খোদা (দঃ) ইরশাদ করেন, মেরাজের রাত্রে জিব্রাইল আমাকে প্রথম আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমান নিয়ে যাওয়ার পথে আমি অনেক আশ্চর্য আজাব দেখেছি, তার মধ্যে দেখতে পেলাম একটা খাল তার মাঝে অসংখ্য পুরুষ মহিলা এক কোমর পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে বড় বড় পাথর নিয়ে এক জন গজবের ফেরেস্তা দাঁড়িয়ে আছে। তারা পাথরগুলো পুরুষ ও মহিলাদের মাথায় এমনভাবে মারল, তাদের মাথা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, আর রক্ত সব পানিতে পড়ে পানিসহ লাল রক্তের মত হয়ে যায়। আবার মাথা ঠিক হল আবার মারে আবার ঠিক হয়, আবার মারে আবার ঠিক হয়, আমি জিব্রাইলকে বললাম এরা কারা ? জিব্রাইল বলল এরা আপনার উম্মত হবে যারা ইচ্ছা করে নামাজ কাযা করবে, তাদের শাস্তি কি রূপ হবে আল্লাহ কুদরতের মাধ্যমে আপনাকে দেখাচ্ছেন।

৫। বে নামাজির বারটি মছিবত :

রাসুল (দঃ) বলেন, যারা ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দেয় তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ১২ টি মছিবত রয়েছে।

ক) তিনটি দুনিয়ার মধ্যে :

১. তার কামাই রুজির বরকত উঠাইয়া নেওয়া হবে ২. তার থেকে ঈমানের নুর যা নেক বান্দাদের কাছে আছে তা উঠাইয়া নেওয়া হবে ৩. মুমিনদের কলবে তার প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে।

খ) তিনটি ইন্তিকালের সময় :

১. তার রূহ কবজ করার সময় বেশি পিপাসা লাগবে, পৃথিবীর সমস্ত পানি পান করিয়ে দিলেও পিপাসা নিবারণ হবে না। ২. কঠোরভাবে রূহ কবজ করা হবে ৩. ঈমানের দৌলত চিনিয়ে নেওয়া হবে।

গ) তিনটি কবরে :

১. মুনকার নাকির ফেরেস্তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। ২. কবরে বেশি অন্ধকার হবে ৩. কবর সংক্ষির্ণ হয়ে যাবে।

ঘ) তিনটি ময়দানে মাহশরে :

১. তার হিসাব কঠিন হয়ে যাবে ২. আল্লাহ তায়ালা তার উপর নারাজ হয়ে যাবে ৩. জাহান্নামের হকদার হয়ে যাবে।

(কনজুল আখবার)

৬) *দশজন ব্যক্তির নামাজ কবুল হবে না :*

১. رجل صلّى وحيدا يغير قراءة -

যে ব্যক্তি একাকী নামাজ পড়ছে কেরাত ছাড়া বা কোরান তেলাওয়াত ছাড়া।

২. رجل يصلى ولا يودّى زكوٰته -

এমন মানুষ যার উপর যাকাত ফরজ হওয়ার পরে যাকাত আদায় করে না।

৩. رجل يوم قوما وهم له كارهون -

এমন ইমাম যিনি নামাজ পড়াচ্ছেন কিন্তু মুক্তাদি বা পিছনে যারা তার ইকতেদা করছে তারা তাকে অপছন্দ করে।

৪. رجل مملوك ابق -

এমন গোলাম যে তার মালিক থেকে পালিয়ে এসেছে।

৫. رجل شرب الخمر مدمنا

এমন ব্যক্তি যে সর্বদা মদ পান করে।

৬. امرأة زوجها ساخط عليها -

এমন মহিলা যার উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট।

৭. امرأة صلت بغير حمار

এমন মহিলা যে নামাজ পড়ছে উড়না ছাড়া বা চতর না ঢেকে।

৮. والامام الجائر -

জালেম নেতা

৯. رجل اكل الربوا -

এমন মানুষ যে সুদ খায়

১০. رجل لا تنهه صلواته عن الفحشاء والمنكر

এমন ব্যক্তির নামাজ যার নামাজ তাকে অশ্লিল ও অপছন্দ কাজ থেকে বিরত রাখছে না।

(মকাশিফাতুল কুলুব ইমাম গাজ্জালী র:)

৭) *যে নামাজির কারনে গোটা এলাকা ধবংস হয়ে যায় :*

مر عيسى عليه السلام على قرية كثيرة الاشجار والانهار فاكره اهلها فتعجّب من حسن طاعتهم ثم مرّ عليها بعد ثلاث سنين فرأى الاشجار يابسة الانهار ناشفة وهى خاوية على عروشها فتعجب من ذلك فاوحى الله اليه قد مرّ على هذه القرية رجل تارك الصلوة فغسل وجهه من عينها فنشضت العين ويبست الاشجار وخربت القرية ياعيسى لما كان ترك الصلوٰة سببا لهدم الدين كان سببا لخراب الدنيا

(نزهة المجالس - انيس المجالس)

একদা হযরত ঈসা (আ:) এক গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেটা অসংখ্যা গাছ পালা ও নদী দ্বারা সৌন্দয্য মন্ডিত। সেই গ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন এবং খুব আদব দেখালেন, তাদের এই আদব ও আনুগত্য দেখে খুশি হয়ে গেলেন।

তিন বছর পর ঠিক ঐ গ্রামের রাস্তা দিয়ে যখন ঈসা (আ:) অতি বাহিত হতে দেখতে পেলেন, গাছ গুলো শুকিয়ে গেছে আর নদী গুলো শুকিয়ে গেল আর গ্রামটা হাহাকার হয়ে পড়ে আছে। এটা দেখে তিনি অভাক হয়ে গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তার কাছে ওহি প্রেরণ করলেন হে আমার নবী আপনি অভাক হয়ে গেলেন? এই গ্রাম ধবংস হয়ে যাওয়ার কারণ শুনেন, একদিন এই গ্রামের পাশ দিয়ে একজন বে নামাজী যাওয়ার পথে এই নদীতে মুখমন্ডল দৌত করল, যার কারণে এই নদীর পানি শুকিয়ে গেল এবং গাছের পাতা শুকিয়ে গেল, গোটা এলাকা নষ্ট হয়ে গেল কারণ নামাজ তরক করা দ্বীন ধর্মকে নষ্ঠ করা অবশ্যই এটা দুনিয়া কে ও ধবংস কারী।

ঐ অভিশাপ্ত বেনামাজির কারনে গোটা এলাকার উপর আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হয়ে ধবংস হয়ে যায়।

[নুজাহাতুল মাজালিস ও আনিসুল মাজালিস]

৮) বেনামাজির অভিশপের ভয়ে শয়তান পালিয়ে যায় ঃ

সুরা ফাতিহার তফাসিরে পাওয়া যায়, একদা এক জন মানুষ জঙ্গলে ভ্রমন করছিল, তার সাথে শয়তান সঙ্গী হল, সে (ইবলিস) ২৪ ঘন্টা তার সাথে রইল, ঐ মানুষটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে এক ওয়াক্ত ও আদায় করল না, কোন ওজর বা জরুরী ছাড়া, রাতে যখন ঘুমাতে যায় ইবলিস পালাতে লাগল, তখন ঐ মানুষটা বলল, কি হয়েছে ভাই; আপনি আমাকে একা ফেলে কোথায় যান ? ইবলিস উত্তর দেয় কোথায় যাব ? সে বলল তুমি আমাকে চিন নাই, আমি ঐ ইবলিস যে আল্লাহর একটা হুকুম পালন করিনাই, আদম (আ:) সিজদা করার ব্যাপারে,

আল্লাহ আমাকে লানতের বোরকা পরিধান করায়ে দিয়েছে এবং রহমতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আর তুমি এক দিনে আল্লাহর হুকুম পাঁচবার পালন করনায় আমার ভয় হচ্ছে তোমার উপর আল্লাহ যে ভাবে না রাজ হয়ে গেল, তোমার কারণে আমার শাস্তি বেড়ে যেতে পারে।

এক রাকায়াত নামাজের শাস্তি

হুজুর করিম (দ:) এরশাদন করেন, এক রাকায়াত নামাজের জন্য এক حقب জাহান্নামে জ্বালা হবে এক حقب হল আশি বছর। জাহান্নামে একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের মত। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদন করেন, ان يوما عند ربک الف سنة مما تعدون

অর্থাৎ নিশ্চয় আপনার প্রভুর কাছে একদিন সমান এক হাজার দিন যা তোমরা গণনা করবে।

এখন বুঝা যায়, একদিন যদি এক হাজার বছর হয়, জাহান্নামের এক বছর সমান কত দিন, এক বছরে যদি ততদিন হয় তাহলে আশি বছরে কত দিন হবে? যা এক রাকাতের শাস্তি স্বরূপ দেয়া হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুক (আমিন।

বর্তমান মুসলমানরা আল্লাহ ও তার রাসুল (দ:) এর আদর্শ ও পথ থেকে অনেক দুরে সরে গেছে, বরং ইহুদী ও নাসরার থেকে টিভি, ডিস ও ইত্যাদি মিডিয়ার মাধ্যমে যা দেখছে তা অনুস্মরণ করছে, আমরা আমাদের ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোনকে তাদের আদর্শে গাইড করে থাকি, যার কারনে মুসলমানদের এ নাজুক পরিস্থিতি। অথচ রাসুল (দ:) এরশাদ করেন

مروا اولادكم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين واضربو هم

عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع

(ابو داؤد)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজের জন্য আদেশ দাও যখন তারা সাত বছরে পৌঁছবে এবং নামাজ ছেড়ে দিলে মার যখন তারা দশবছরে পৌঁছবে এবং তাদের বিছানা পৃথক বা আলাদা করে দাও। (আবু দাউদ)

পরিবেশে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই আল্লাহ পাক মুসলমানকে নামাজের গুরুত্ব বুঝার তৌফিক দান করুন এবং অশ্লীল ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাকুক, শয়তানের অনুসরন করা থেকে হেফাজত করুক। এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে বা'জমাত আদায় করার তৌফিক দান করুক। এই নামাজের পাবন্দী হয়ে জাহান্নাম ও কবরের আজাব থেকে মুক্তি দান করুন।

আমিন বিহুরমতে ছৈয়্যদিল মোরসালিন।

লেখকের অন্যান্য বই সমূহ

গান বাজনার ভয়াবহ পরিণতি ও হালাল হারামের সুফল-কুফল

মাহে রমযান ও রোযার গুরুত্ব

যাকাত ও ছদকার গুরুত্ব

হজ্ব ও যিয়ারতে মুস্তাফা (দঃ) এর গুরুত্ব

মাতা-পিতা ও বান্দার হক

মৃত্যুর যন্ত্রনা

প্রিয় নবী (দঃ) নামে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মুছেহ করার গুরুত্ব

শবে বরাত, মেরাজ, ও শাওয়ালের রোযার গুরুত্ব